দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৪।১২।৭৯
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

তাঁরা নক্ষত্র হয়ে জ্বলছেন—

(স্টাফ রিপোর্টার)

১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি বিজড়িত দিন। প্রতি বছর এই দিনে জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে তাঁদের। ১৯৭১ সনের এই দিনে, যখন চারদিকে যুদ্ধের দামামা বাজছে, স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় আসন্ন তখন কুখ্যাত আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর লোকেরা বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিক ও সাংবাদিক অঙ্গনের কয়েকজন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ও পরে রায়েরবাজারে ইটখোলায় তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের সাথে বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শহীদ দেশের এই বরেণ্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবী আজ নক্ষত্র হয়ে জ্বলছেন আমাদের স্মৃতিপটে। আজ তাঁদের অষ্টম স্মৃতি বার্ষিকী। আমরা তাঁদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। আমরা ভুলবো না, জাতি এই আত্মত্যাগ ভুলবে না।

কারফিউ ও ব্ল্যাকআউটের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আল-বদর বাহিনীর লোকজন ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ শুরু করে। ১৪ই ডিসেম্বর সবচাইতে বেশী বুদ্ধিজীবীকে অপহরণ করা হয়।

তাঁদের স্মরণ করি

হানাদার বাহিনীর দোসর আল-বদর আল-শামসদের হাতে নিহত সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম সংগঠক। দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার সাহিত্য ও সাংবাদিকতা উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। তাঁর উপন্যাস সারেং বৌ, সংশপ্তক সেকালেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। শহীদুল্লাহ কায়সারের সংগ্রামী জীবন খুবই বৈচিত্র্যময়। আল বদর বাহিনী তাঁকে কায়েতটুলীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়।

মুনীর চৌধুরী

মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশে এমনই একটি নাম, যে নাম সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রেই শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করেন। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক, বিদগ্ধ বাগ্মী, আধুনিক নাট্যকার মুনীর চৌধুরীকে সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। মুনীর চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর শিক্ষক জীবন ছিল অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতনের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র, এই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় অধ্যাপকও রেহাই পাননি।

আনোয়ার পাশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে উপন্যাস লিখেছিলেন—রাইফেল রোটি আওরাত। উপন্যাস শেষ হবার আগেই তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। আনোয়ার পাশার লাশ সনাক্ত করা গিয়েছিল অনেক পরে। ১৯৭২ সনের ৫ই জানুয়ারী তাঁকে সমাহিত করা হয়।

গিয়াসউদ্দীন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ ছিলেন অমায়িক, সদা প্রফুল্ল ও জনপ্রিয়। চিরকুমার অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন ছিলেন মোহসীন হলের হাউস টিউটর। হল থেকেই তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

ডক্টর খায়ের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর খায়েরও রেহাই পাননি আল-বদরের হাত থেকে।

সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য। তাই তাঁকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব

অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাশিদুল হাসান

অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ

এম এ মান্নান (লাডু ভাই)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৪।১২।৭৯
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

নিজামউদ্দিন আহমদ

সেলিনা পারভীন

আবুল বাশার

আবুল কালাম আজাদ

জহিরুল ইসলাম

ফয়জুল হক মহী

ডাঃ মোহাম্মদ মর্তুজা

তাঁর মেয়ের ওড়না দিয়ে চোখ বেঁধে আল-বদর বাহিনী নিয়ে যায় ডঃ মর্তুজাকে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক।

রাশিদুল হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রাশিদুল হাসানও শহীদ হন হানাদার বাহিনীর হাতে।

ডঃ ফয়জুল মহী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ ফয়জুল মহীর লাশ পাওয়া গিয়েছিল মীরপুরের বধ্যভূমিতে।

ডঃ ফজলে রাব্বী

ডঃ ফজলে রাব্বী ও ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন চিকিৎসক সমাজে ব্যতিক্রম। তাঁরা ছিলেন সব সময় প্রগতির সপক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও ডঃ রাব্বী আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছেন গোপনে। তাঁর জীবনও নিঃশেষ হয়েছে আল-বদরের হাতে।

ডঃ আলিম চৌধুরী

বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডঃ আলীম চৌধুরী শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তিনিও প্রাণ দিলেন হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে।